



## 34359 - হজ্বেরে ফযলিত

### প্রশ্ন

হজ্বেরে মাবরুর এর মাধ্যমে ককবরী গুনাহ মাফ হব?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আলহামদুলল্লাহ। সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করেন; কিন্তু কোন পাপের কথা বা কাজ করেননি সে ব্যক্তি ঐদিনের মত হয়ে ফরিদে আসবে যদেনি তার মা তাকে প্রসব করছেলি”। [সহহি বুখারি (১৫২১) ও সহহি মুসলমি (১৩৫০)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “এক উমরা আরকে উমরা মাঝেরে গুনাহ মোছনকারী। আর মাবরুর হজ্বেরে প্রতদিন হচ্ছ- জান্নাত”। [সহহি বুখারি (১৭৭৩) ও সহহি মুসলমি (১৩৪৯)] সুতরাং হজ্ব ও হজ্ব ছাড়া অন্য নকে আমল গুনাহ মাফের কারণ; যদি বান্দাহ সে আমলগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করে। অধিকাংশ আলমেরে মতে, নকে আমলেরে মাধ্যমে শুধু সগরী গুনাহ মাফ পাওয়া যায়; কবরী গুনাহ নয়। কবরী গুনাহ মাফ পতে হলে তওবা করতে হবে। এর সপক্ষে তাঁরা দললি দনে যে, সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “যদি বান্দাহ কবরী গুনাহ থেকে বরিত থাকে তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে অন্য জুমা, এক রমজান থেকে অন্য রমজান মধ্যবর্তী গুনাহগুলোকে মার্জনা করিয়ে দেয়।” [সহহি মুসলমি (১/২০৯)] ইবনুল মুনযরিসহ একদল আলমেরে মতে, হজ্বেরে মাবরুরেরে মাধ্যমে সকল গুনাহ মাফ হবে। যহেতে উল্লেখিত হাদিসদ্বয়েরে সারসরি অর্থ সটোই প্রমান করে।

আল্লাহই ভাল জাননে।